উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইতিহাস

ড. উম্মে সালেমা বেগম[১]
ড. বাসুদেব ঘোষ [২]

ভূমিকা

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে ঢাকা শহরের হৃদপিণ্ড বলা হয়। কেননা, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর অভ্যন্তরে এর অবস্থান। একে যদি 'সূর্য' হিসেবে কল্পনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় নক্ষত্রের মতো ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে এর অবস্থানের সাথে। এজন্য উদয়নকে বলা হয় উদীয়মান সূর্য; কারণ একে কেন্দ্র করেই সবকিছু সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলমান। এর ইতিহাস বিনির্মাণে জড়িয়ে আছে ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট সরকার, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী, '৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬ এর বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা, '৭০ এর নির্বাচন, '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, সবকিছু একাকার হয়ে লীন হয়ে আছে 'উদয়ন'-এর ইতিহাসের অভ্যন্তরে। 'উদয়ন' হাটি হাটি পা পা করতে করতে এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় আলোকিত দিক হলো ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি মাধ্যমিক পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষায় উদয়নের শিক্ষার্থীরা শতভাগ পাস করে আসছে।

বর্তমানে 'উদয়ন' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সাথে একীভূত হয়ে আছে। এক বিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায় 'উদয়ন'কে আপন সন্তানের মতো জায়গা করে দিয়েছে। এর ইতিহাস অতিদীর্ঘ হলেও নাতিদীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে 'উদয়ন'-এর ইতিহাস উপস্থাপন করা হলো।

---

১. অধ্যক্ষ, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

২. সহকারী শিক্ষক, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১

পঞ্চাশের দশক ইতিহাসে একটি ঘটনাবহুল ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ভাষা আন্দোলনের বিষয়টিকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ তখন ছিলো উত্তাল। ইতিহাসের ঠিক সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ম উপচার্য নিযুক্ত হন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ডব্লিউ এ জেনকিনস্।

তিনি ৯ নভেম্বর ১৯৫৩ থেকে ৮ নভেম্বর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. জেনকিনস্ বিদেশি মানুষ হয়েও পূর্ব-বাংলার মানুষের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও স্বাধীনতা বিষয়ে আন্তরিক ছিলেন।

ড. ডব্লিউ এ জেনকিনস্ উপাচার্য থাকা অবস্থায় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকা ইংলিশ প্রিপারেটরি' নামক একটি ইংরেজি মাধ্যম কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের বাসভবনের ঠিক পিছনের প্রাচীর ঘেষে। এর প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ নাগরিক মিসেস মেরিয়েল সিননোট হ্যাচ বার্নওয়েল।[১] তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠান প্রধান। ভাষা আন্দোলনের উত্তাল সেইদিনে ব্রিটিশ নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা; এক ঐতিহাসিক ঘটনা বটে।

'ঢাকা ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুল' ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। কিছু জমি ও দু'টি আধা পাকা ঘরের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্থানটি মাসে মাত্র ১০ টাকা ভাড়া প্রদান শর্তে বিদ্যালয়কে লিজ দেওয়া হয়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যালয়টি এখানেই অবস্থিত ছিলো।

০২

'ঢাকা ইংলিশ প্রিপারেটরি' নামের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিলো খুব কম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়তে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যে ঢাকার উন্নত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীন হবার পরে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে। এই প্রবল পরিবর্তনের ধারায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে 'ঢাকা ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুল' বাংলা মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত হয়, নতুন শ্রেণি চালু হতে থাকে এবং নাম পরিবর্তিত হয়ে নামকরণ করা হয় 'উদয়ন বিদ্যালয়'।

উল্লেখ্য, উদয়ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বাড়ির নাম; যা শিল্পী স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনায় তৈরি হয়। (খুশী কবীর; ২০০৬, পৃ: ১৭)

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে উদয়ন বিদ্যালয়টি 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়' হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষাসহ একাদশ এবং ২০০০ খ্রিস্টাব্দে দ্বাদশ

১. দ্রষ্টব্য পাদটীকা-০১

শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। তখন পুনরায় প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়টি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে সেরা বিদ্যালয় হিসেবে পুরস্কৃত হয়।

০৩

বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যাওয়া ও ক্রমাগত নতুন শ্রেণি চালু করায় আগের স্থানে বিদ্যালয় পরিচালনা ক্রমান্বয়ে অসম্ভব হয়ে পড়ছিলো। এমতাবস্থায় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করা হলে ফুলার রোডস্থ ৩/৩ ঠিকানার ৩০,০০০ স্কোয়ারফুট স্থান বরাদ্দ করা হয়। এই জমিতে ১৫,০০০ স্কোয়ার ফুটের একটি পাঁচতলা ভবন তৈরি করা হয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ ভবনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরী। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ১৩ নভেম্বর নতুন ভবনে প্রথম ক্লাস চালু করা হয়। সর্বোপরি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ভবনে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করা হয়।

০৪

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট স্থপতি অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেশ; বিনা পারিশ্রমিকে এর নকশার কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন প্রধান শিক্ষক সেলিমা খান। নির্মাণ কাজের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল প্রকৌশলী অধ্যাপক এ এফ এম রউফ (বুয়েট উপাচার্যের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের উপদেষ্টা)। টেন্ডারের মাধ্যমে মেসার্স 'হাবীব কন্সট্রাকসন্' কোম্পানিকে নির্মাণ কাজ দেওয়া হয়। সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় 'মেসার্স শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েটস্'কে। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, স্থানান্তর এবং আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ বিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল হতে প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ হয়। বহু দানশীল অভিভাবক ভবন নির্মাণে আর্থিক সহায়তা করেছেন। বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকগণও তাদের একদিনের বেতন অনুদান হিসেবে দান করেন। তথাপি অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে তখন ভবন নির্মাণের কাজটি অসমাপ্ত থেকে যায়। ৬ষ্ঠ তলার ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও ৫ম তলা পর্যন্ত করা হয়। এবং ভবনের অধিকাংশ দেয়ালে ক্লেডিং এর কাজ বাকি থেকে যায়।

অনন্য সাধারণ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন এই ভবনটি ২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অসমাপ্ত ভবন হিসেবেই ৩/৩ ফুলার রোড-এ শোভা পাচ্ছিলো।

তদুপরি [১৯৯১-২০১২=২১ বছর] এতগুলো বছরের ব্যবহারের ফলে বিপুল পরিমাণ ত্রুটি-বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়। ওয়াশরুমগুলো সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, যার প্রাচীর ভেঙে ক্রমাগত পানি পড়তে থাকে, পানির আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভ ট্যাঙ্ক ভেঙে যায়, বিদ্যালয়ের ড্রেন লাইন সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। ভবনের দেয়াল বিভিন্ন স্থান থেকে ইটের ক্লেডিং খুলে পড়তে শুরু করে, বিদ্যালয়ের গেইট জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে; ভবনের ছাদে পাঁচটি মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করায় ছাদের এবং পুরো ভবনের বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ সকল বিষয় নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ বিরাজ করে।

এমতাবস্থায় ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ভবনের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ভবনের সংস্কার ও সম্প্রসারণের ডিজাইন করেন শহীদুল্লাহ এসোসিয়েট এর স্থপতি রবীউল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ন করে শহীদুল্লাহ এসোসিয়েটস্ এবং ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ঠিকাদার কোম্পানি হিসেবে কাজ পায় 'মেসার্স হীরা এন্টারপ্রাইজ'। গেইটের ডিজাইন করেছেন বিখ্যাত শিল্পী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক হামিদুজ্জামান ও তাঁর সহধর্মিণী বিদ্যালয়ের চারুকলা বিষয়ের শিক্ষক আকতার জাহান (আইভি জামান)। সকল কাজে সর্বদা পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন বুয়েটের প্রকৌশলী অধ্যাপক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগ।

০৫

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইংরেজ নারী 'মেরিয়েল সিননোট হ্যাচ বার্নওয়েল' এবং তিনিই ছিলেন প্রথম প্রধান শিক্ষক। অপর ইংরেজ নারী 'এস আর এল মারিয়া' (১৪-০৭-১৯৫৫ থেকে ১৪-০৭-১৯৫৯)। বিদ্যালয়টির কার্যক্রম সরাসরি ইংরেজ শিক্ষকের নেতৃত্বে আরম্ভ হওয়ায় শুরু থেকেই বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষার মান অত্যন্ত উন্নত ছিলো। পরবর্তীতে শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তিত হলেও ইংরেজি শিক্ষার মান সমুন্নত থাকে।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভার্সন চালু করা হয়। ইংরেজি ক্লাব রয়েছে যার নাম 'কানেক্টিং ক্লাসরুম'। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে রয়েছে বুক রিডিং প্রকল্প।

প্রতি বছর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুরস্কৃত হচ্ছে। ২০১৫ সনে বুকরিডিং প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেছে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী অম্লান সরকার।

০৬

সর্বপ্রথম বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হবার সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাৎসরিক ১২০ টাকা ভাড়ায় বিদ্যালয়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলো। তথাপি, সবসময়ই একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো। কিন্তু ১০-০৮-২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ক্যাম্পাসে অবস্থিত হওয়ায় তার মাসিক ভাড়া ৫০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত ১ জুলাই ২০০৩ হতে কার্যকরী হবে; যা জনতা ব্যাংকে টিএসসি শাখার এস টিডি হিসাব নং- ৩৬০০০২৯৩ এ জমা দিতে হবে। (পত্র নং- ৬১১১৫ তারিখ ১৩-০৯-২০০৩, এস্টেট ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবসময়ই এই ভাড়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে।

উদয়ন বিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত এবং উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধানত: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সন্তানেরা লেখাপড়া করে এই কারণ উল্লেখ করে ১২-০২-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় উদয়ন বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির কার্যকর পরিষদের ২৭-০১-২০০৯ তারিখের সভায় উদয়ন বিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নেওয়া এবং শিক্ষকদের সন্তানদের জন্য কোটা প্রথা চালু করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উদয়ন বিদ্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সিন্ডিকেট সভা ০১-০৩-২০১৪ কার্য বিবরণীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকর পরিষদের ০৭-০৪-২০০৯ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা হয়। সিদ্ধান্ত ১০ (৪৪) সিন্ডিকেট সভা ২২-১১-২০১৫ (সিদ্ধান্ত ৩১/৪৮১) অনুযায়ী উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এমপিও বাতিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। (স্মারক নং- রেজি:/প্রশা-৫/৩৪৩২-৩৪ তারিখ ৩০-১১-২০১৫)।

বর্তমানে বিদ্যালয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত; যার সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপচার্য মহোদয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইতিহাস স্বর্ণোজ্জ্বল শিখরে সুস্থিত। শিক্ষকদের কর্মমুখর উপস্থিতি 'উদয়ন'-কে প্রাণবন্ত, সজীব ও মোহনীয় করে তুলেছে। লাল ইটের বিল্ডিংটিকে প্রাণোচ্ছল করে তোলে যতসব প্রাণের মানুষেরা। উদয়ন এখন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত স্মার্ট প্রতিষ্ঠান। এর যাবতীয় কাজ অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে এগিয়ে চলেছে শিক্ষকবৃন্দের কর্মপরিকল্পনা ও কর্মদক্ষতায়। উদয়নের প্রত্যেক শিক্ষক মিশন এবং ভিশন সম্পর্কে সর্বদা সচেতন। ভিশন টুয়েন্টি টুয়েন্টিতে উদয়নের রেজাল্ট শতভাগ জিপিএ ফাইভ নিয়ে আসার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

পরিশিষ্ট

পাদটীকা-০১

মেরিয়েল সিননোট হ্যাচ বার্নওয়েল
(১৪ ডিসেম্বর ১৯১৪ – ৭ মার্চ ২০০০)
প্রতিষ্ঠাতা

'ঢাকা ইংলিশ প্রিপারেটরি' নামক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মিসেস 'মেরিয়েল সিননোট হ্যাচ বার্ণওয়েল'। তিনি 'মি: স্টিফেন হ্যাচ বার্ণওয়েল' এর স্ত্রী। 'স্টিফেন হ্যাচ বার্নওয়েল' ছিলেন একজন আইসিএস অফিসার। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্ত হবার পরে তিনি কতিপয় ইংরেজ অফিসারের মত সিএসপি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান। তিনি সর্বশেষে পূর্বপাকিস্তানের বোর্ড অফ রেভিনিউর প্রধান পদে (সচিব) অধিষ্ঠিত ছিলেন।

'মেরিয়েল সিননোট হ্যাচ বার্ণওয়েল' ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ভারত রেলওয়েতে চাকুরি করতেন। বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান মেরিয়েল শৈশবে ভারতে বসবাস করেছেন। তবে তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় বৃটেনে। শিক্ষার জন্য তার অপর তিনবোন জয়েস, ডায়ানা ও এনিসহ তাকে বৃটেনে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি নিজের লেখা-পড়ার সাথে সাথে বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে বোনদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে স্টিফেন হ্যাচ বার্ণওয়েলের সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে একজন ব্রিটিশ আইসিএস/সিএসপি কর্মকর্তার স্ত্রী হিসেবে তিনি অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্রপূর্ণ জীবন যাপন করেন। হাতী-ঘোড়ায় করে স্বামীর সাথে ভারত-

পাকিস্তানের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন, বিভিন্ন ধরনের খাবার খেয়েছেন, বহু মানুষের সাথে মিশেছেন এবং সমাজসেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন।

বার্ণওয়েল পরিবারের ৪ সন্তানের মধ্যে তিনজন মেয়ে ও একজন ছেলে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মেরিয়েল তার ৩, ৪ ও ৬ বছরের তিনজন মেয়েকে লেখা-পড়ার জন্য বৃটেনে রেখে আসেন। ৫ বছর পর্যন্ত এই সন্তানদের সাথে তার দেখা হয়নি। তার সর্বশেষ ও একমাত্র পুত্র সন্তানের জন্ম হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে; যিনি মায়ের সাথে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতেন এবং বিদ্যালয়ের ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পুরষ্কারও পেয়েছেন। স্বল্প সময়ের জন্য বৃটেনে গেলেও পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে তার সামাজিক কাজগুলো চালিয়ে যান। এখানে উল্লেখ্য প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আইসিএস/সিএসপি কর্মকর্তাগণ যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকতেন তাদের স্ত্রীগণ সেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে যুক্ত হতেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এর মধ্যে অন্যতম একটি কাজ।

স্টিফেন পূর্ব পাকিস্তান সরকার থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করে 'ইউনাইটেট ন্যাসনের ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অরগানাইজেসনে' যোগ দিতে আফ্রিকা চলে যান। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। মেরিয়েল হ্যাচ বার্ণওয়েল তার সাথে এ সকল দেশ ভ্রমণ করেন। এভাবে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ শেষে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আয়ারল্যান্ডে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন।

স্টিফেন হ্যাচ বার্ণয়েল পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে; আর মেরিয়েল হ্যাচ বার্নওয়েল মৃত্যুবরণ করেন ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ।

বহু গুণের অধিকারী মেরিয়েল হ্যাচ বার্নওয়েল ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত, কর্মঠ ও সাহসী একজন মানুষ। মাছ ধরা, শিকার করা, পার্টি বল, পোলো, টেনিস ইত্যাদি সবকিছুতে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি বাগান করতে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। পৃথিবীর যেখানেই তিনি গেছেন তার বাড়িতে একটি সুন্দর বাগান ছিল অবধারিত।

প্রকৃতিকে তিনি অনেক বালবাসতেন। তাই ভ্রমণ ছিলো তার অত্যন্ত পছন্দের কাজ। বহুবার সাগর পাড়ি দিয়েছেন। সাগর পাড়ে বসবাস করেছেন। জীবনের শেষ সময়ে বসবাসের জন্য সাগর পাড়েই তার প্রিয় 'ডলফিন হাউস' কিনে বসবাস করেছেন। এটাই ছিল বার্ণওয়েল পরিবারের কেনা প্রথম বাড়ি। সাগরকে তিনি এত বেশি পছন্দ করতেন যে মৃত্যুর পর তার ভষ্মকে সাগরে ছড়িয়ে দিতে বলেছেন। তিনি তার ধর্মবিশ্বাসেও অনেক বেশি আন্তরিক ছিলেন।

তিনি ছিলেন সদালাপী ও মধুর চরিত্রের অধিকারী। সকলের সাথে মিশতে পারতেন, সকলের সাথে গল্প করতেন। শ্রেণিভেদ ও বর্ণ-বৈষম্যের উর্ধ্বে সকলের সাথেই তার সদ্ভাব ছিলো। এ কারণে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি পথচারী যারাই তার সংস্পর্শে এসেছেন তাদের সকলের কাছেই তিনি প্রিয়পাত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

পাদটীকা-০২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাসিন্দাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুল শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসগৃহের পিছনে ফুলার রোড ও ঈসাখান রোডের মাঝখানে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য নির্মিত কোয়ার্টারের ৩/৪টি আধাপাকা কামরা নিয়ে বর্তমান উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি 'ঢাকা ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুল' নামে কার্যক্রম শুরু করেছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে সময় হতে অদ্যাবধি বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার দিকে বিশেষভাবে যত্নবান।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিদ্যালয়টি প্রথমে প্রাথমিক এবং পরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে ক্রম বর্ধমান খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। শিক্ষা প্রদানে বিদ্যালয়ের প্রশংনীয় ভূমিকার কারণে স্বভাবতই ভর্তির চাপ বেড়ে যায়। নিতান্ত সীমিত পরিসরে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলান অসুবিধাজনক বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একই স্থানে বিদ্যালয় সম্প্রসারণের অনুমতি ও জমি প্রদান করে।

বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকার কারণে স্থান সংকুলানের জন্য ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বড় পরিসরে জমির জন্য আবেদন করে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে উদয়ন বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য উপাচার্য কর্তৃক গঠিত জায়গা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গা ফুলার রোডে অবস্থিত তেতুল তলা হতে ৩০,০০০ বর্গফুট জায়গা অনুমোদন দেওয়া হয়। (পত্র নং- ৪১৩৫ তারিখ ২৩-১২-১৯৮৫, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। নতুন জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Director of Planning & Development (DPD) এর কাছে দরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পাদটীকা-০৩

প্রতিষ্ঠান প্রধান ১৯৫৫-২০১৬

ঢাকা ইংলিশ প্রিপারেটরী

ক্রমিক	নাম	শুরু	শেষ
১	এস আর এল মারিয়া	১৪-০৭-১৯৫৫	২৪-০৭-১৯৫৯
২	দিল আফরোজ হক	১৫-০৭-১৯৫৯	৩১-০১-১৯৬১
৩	কে রশিদ	০১-০২-১৯৬১	৩১-০১-১৯৬২
৪	নাজমা আতাহার	০১-০২-১৯৬২	৩১-১২-১৯৬৩
৫	জেরিনা আলীম	০১-০১-১৯৬৪	৩০-০৬-১৯৬৭
৬	হালিমা কবীর	০১-০৭-১৯৬৭	৩০-১২-১৯৭১

উদয়ন বিদ্যালয়

ক্রমিক	নাম	শুরু	শেষ
৭	হালিমা কবীর	০১-০১-১৯৭২	০৯-০৯-১৯৭২
৮	ডোরা রহমান (অস্থায়ী)	০১-০৬-১৯২	৩১-০৫-১৯৭২
৯	মমতাজ হোসেন	০১-১০-১৯৭৮	২২-১১-১৯৭৫
১০	কিশোয়ার রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	০২-০৬-১৯৮২	০১-০৬-১৯৮২
১১	সেলিমা খান	১৫-১২-১৯৮২	১৪-১২-১৯৮২
১২	শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	০২-১০-১৯৮৯	০৬-০৪-১৯৯০
১৩	শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী	০৭-০৪-১৯৯০	৩০-০৬-১৯৯৯

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ক্রমিক	নাম	শুরু	শেষ
১৪	শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী	০১-০৭-১৯৯৯	০১-০৭-২০০২
১৫	মুহাম্মদ আরিফুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	০২-০৭-২০০২	২৭-০৯-২০০২
১৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) সৈয়দ আশরাফুজ্জামান	২৮-০৯-২০০২	১৫-১১-২০০৬
১৭	খালেদা হাবীব (ভারপ্রাপ্ত)	১৬-১১-২০০৬	০৭-০৩-২০০৯
১৮	খালেদা হাবীব	০৮-০৩-২০০৯	৩১-১২-২০১১
১৯	মুহাম্মদ আরিফুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	০১-০১-২০১১	২৩-০৭-২০১২
২০	ড: উম্মে সালেমা বেগম	২৪-০৭-২০১২	চলমান

পাদটীকা-০৪

বিদ্যালয় কমিটি

ম্যানেজিং কমিটি রেজুলেসন ১৯৭৭ এর ২০(২) ধারা মতে, সরকার ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর বিদ্যালয়ে বিশেষ ধরনের কমিটির অনুমোদন দেয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রথম ও ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী ২য় নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন লাভ করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড হতে।

রেকর্ড অনুযায়ী বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিদের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	থেকে	পর্যন্ত
১	অধ্যাপক ড. নীলিমা ইব্রাহিম বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩১-০৫-১৯৭২	০৯-১২-১৯৭৭
২	জনাব আলী আহমদ বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	১২-০৪-১৯৭৭	২২-১০-১৯৮০
৩	জনাব এস এ মালিক জেলা প্রশাসক, ঢাকা	৩০-১০-১৯৮০	০৫-১২-১৯৮০
৪	অধ্যাপক ড. মফিজ উদ্দীন আহমেদ রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৬-১২-১৯৮০	২৭-১০-১৯৮১
৫	কে. এ. এ কামরুদ্দীন আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৮-১০-১৯৮১	০৪-০২-১৯৮৪
৬	অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৫-০২-১৯৮৪	৩০-০৫-১৯৮৭
৭	অধ্যাপক কে এম সাদ উদ্দিন সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০১-০৬-১৯৮৭	২২-০৮-১৯৯০
৮	অধ্যাপক মো: শফি চৌধুরী পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৩-০৮-১৯৯০	১৪-০৯-১৯৯৬
৯	জনাব মো: জালাল উদ্দিন জেলা প্রশাসক, ঢাকা	১৫-০৯-১৯৯৬	২২-১০-১৯৯৬
১০	জনাব মো: আব্দুল মোবারক জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা (এডহক কমিটি)	২৩-১০-১৯৯৬	২৮-০২-১৯৯৭
১১	অধ্যাপক এম শাহাদৎ আলী প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৫-০৩-১৯৯৭	২৩-০৯-২০০১
১২	জনাব মো: মাহবুবুল আরম জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা	২৪-০৯-২০০১	১১-০৫-২০০২
১৩	ব্যারিস্টার মুহম্মদ হায়দার আলী জেলা প্রশাসক, ঢাকা (এডহক)	১২-০৫-২০০২	২৮-১০-২০০২
১৪	সৈয়দ নকীব মুসলিম জেলা প্রশাসক, ঢাকা	২৯-০১-২০০৩	২৭-১২-২০০৩
১৫	ড. এম এ মোমেন জেলা প্রশাসক, ঢাকা	০৪-০১-২০০৪	২৯-০৫-২০০৪
১৬	জনাব মো: হানিফ জেলা প্রশাসক, ঢাকা	৩০-০৫-২০০৪	১৬-০৬-২০০৭
১৭	জনাব কামাল উদ্দিন জেলা প্রশাসক, ঢাকা	১৭-০৬-২০০৭	১৩-১১-২০০৭

১৮	জনাব মো: মোসলেহ উদ্দিন ভূমি সচিব	১৪-১১-২০০৭	০৯-০৭-২০০৮
১৯	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	১৪-০৬-২০০৮	০৮-০৭-২০১০
২০	অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৫-০৭-২০১০	০৫-০৯-২০১৭
২১	অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৬-০৯-২০১৭	

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর ১৯৭৭ ইং খ্রিস্টাব্দের প্রবিধানমালার ১২(১)(২)(এ) নং বিধি অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর রমনা থানার উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটিতে সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসক ঢাকা দায়িত্ব পালন করবেন।

পাদটীকা-০৫

পরিচালনা পর্ষদ গঠন

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সকল বিদ্যালয়ের পূর্বতন কমিটি বাতিল হয়ে যায়। এ কারণে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে একটি 'কার্য্যকরী পরিষদ' গঠন করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ হতে এক সভার আয়োজন করা হয়। মিসেস ডোরা রহমানের প্রস্তাবে এবং মিসেস মমতাজ হোসেনের সমর্থনে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন গণপরিষদ সদস্য বেগম সাজেদা চৌধুরী। তার উপস্থিতিতে সবায় সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক ড. নীলিমা ইব্রাহিমকে আহ্বায়ক করে মোট ১৫ সদস্যের একটি 'অস্থায়ী কার্য্যকরী পরিষদ' গঠন করা হয়।

উদয়ন বিদ্যালয়ের 'অস্থায়ী কার্য্যকরী পরিষদ' ১৯৭২

০১।	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০২।	সাজেদা চৌধুরী এম সি এ	গণপরিষদ সদস্য
০৩।	মিসেস ডোরা রহমান	শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়
০৪।	মিসেস মমতাজ হোসেন	শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়
০৫।	মিসেস নাজমা রশিদ	শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়
০৬।	বেগম শ্যামলী চৌধুরী	শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়
০৭।	মিসেস কমলা সেন	শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়
০৮।	মিসেস রহিমা চৌধুরী	শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়

০৯। মিসেস সালেহা হক শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়

১০। মিসেস রাকীবা তৌফিক শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়

১১। মিসেস মেসকারিনাস শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়

১২। মিসেস এডলিন মালাকার শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়

১৩। মিসেস এলিজাবেথ ডিক্রুজ শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়

১৪। মি: আখতারুজ্জামান অভিভাবক শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়

(২৮নং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা)

১৫। ড. ওয়াদুদুর রহমান শিক্ষক, উদয়ন বিদ্যালয়

(২৯নং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা)

এই সভা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রয়োজনবোধে পরিষদ আর দুইজন সদস্য নিতে পারবেন। এই সিদ্ধান্তমতে নিযুক্ত অপর দুইজন সদস্য হরেন:

০১। জনাব নূর মোহাম্মদ মিঞা ও ০২। জনাব নুরুদ্দীন আহমেদ

নবনিযুক্ত কার্যকরী সংসদের অধিবেশনের তালিকা:

ক্রমিক	অধিবেশন নং	সভাপতি	তারিখ
	০১	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	১৩-১২-১৯৭৩
	০২	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	০৯-০৭-১৯৭৪
	০৩	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	০১-০৬-১৯৭৫
	০৪	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	২১-১১-১৯৭৫
	০৫	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	০৫-১১-১৯৭৫
	০৬	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	২৬-০১-১৯৭৬
	০৭	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	১৩-০৪-১৯৭৬
	০৮	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	০৩-০৫-১৯৭৬
	০৯	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	১৩-১০-১৯৭৬
	১০	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	১৯-১১-১৯৭৬
	১১	জনাব কামরুদ্দিন আহমেদ	০৭-১২-১৯৭৬
	১২	জনাব কামরুদ্দিন আহমেদ	১২-০১-১৯৭৭
	১৩	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	০৮-০২-১৯৭৭
	১৪	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	২৮-০৩-১৯৭৭
	১৫	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	১২-০৪-১৯৭৭
	১৬ এড: হক	আলী আহমেদ	০২-০৭-১৯৭৭

	১৭	আলী আহমেদ	২৬-০৭-১৯৭৭
	১৮	আলী আহমেদ	১১-০৮-১৯৭৭
	০১ নিয়মিত	আলী আহমেদ	২০-১২-১৯৭৭
		আলী আহমেদ	১৪-০১-১৯৭৮
		আলী আহমেদ	২৭-০১-১৯৭৮
		আলী আহমেদ	২৪-০৪-১৯৭৮
		আলী আহমেদ	১৫-০৬-১৯৭৮
		আলী আহমেদ	১২-০৭-১৯৭৮
		আলী আহমেদ	২৬-০৯-১৯৭৮
		আলী আহমেদ	১৯-১০-১৯৭৮
		আলী আহমেদ	২৮-১০-১৯৭৮
		আলী আহমেদ	০২-১১-১৯৭৮
		আলী আহমেদ	২০-০১-১৯৭৯
		আলী আহমেদ	০৮-০৬-১৯৭৯
		আলী আহমেদ	১৯-০৬-১৯৭৯
		আলী আহমেদ	১৬-১১-১৯৭৯
		আলী আহমেদ	০-০১-১৯৮০
		আলী আহমেদ	২৪-০৬-১৯৮০
		আলী আহমেদ	২৭-০৬-১৯৮০
		আলী আহমেদ	১০-০৭-১৯৮০
		আলী আহমেদ	২৯-০৮-১৯৮০
		এস-এম-মালিক	৩০-১০-১৯৮০
		এস-এম-মালিক	১০-১১-১৯৮০
		ড. মফিজ উদ্দীন আহমেদ	০৬-১২-১৯৮০
		ড. মফিজ উদ্দীন আহমেদ	০১-১০-১৯৮১
		ড. মফিজ উদ্দীন আহমেদ	৩১-০১-১৯৮১
		ড. মফিজ উদ্দীন আহমেদ	২২-০৫-১৯৮১
		ড. মফিজ উদ্দীন আহমেদ	২৫-০৮-১৯৮১
		ড. মফিজ উদ্দীন আহমেদ	১৬-০৯-১৯৮১
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	২৮-১০-১৯৮১
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	৩০-১১-১৯৮১
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	২০-১১-১৯৮১
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	০৮-০৩-১৯৮২
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	২০-০৫-১৯৮২
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	০৪-০৬-১৯৮২

		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	২১-০৬-১৯৮২
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	১০-০৭-১৯৮২
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	১২-০৭-১৯৮২
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	১৩-০৯-১৯৮২
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	১২-১২-১৯৮২
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	১১-০১-১৯৮৩
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	১৯-০১-১৯৮৩
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	২৪-০৩-১৯৮৩
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	১৬-০৫-১৯৮৩
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	২৪-০৫-১৯৮৩
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	১৪-০৮-১৯৮৩
		জনাব কে এ এ কামরুদ্দিন	২৮-০৮-১৯৮৩
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	০৫-০২-১৯৮৪
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	০৪-০৩-১৯৮৪
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	৩০-০৩-১৯৮৪
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	২৮-০৪-১৯৮৪
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	৩০-০৪-১৯৮৪
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	২১-০৫-১৯৮৪
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	০২-০২-১৯৮৫
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	২৭-০৫-১৯৮৫
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	৩০-০৬-১৯৮৫
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	২৪-০৮-১৯৮৫
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	০৩-১০-১৯৮৫
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	১০-১০-১৯৮৫
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	১৪-১০-১৯৮৫
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	২০-০১-১৯৮৬
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	০৫-০৪-১৯৮৬
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	২৫-০৬-১৯৮৬
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	২৪-০৭-১৯৮৬
		অধ্যাপক নূর মুহাম্মদ মিয়া	৩০-০৯-১৯৮৬

পাদটীকা-০৭

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ বিদ্যালয়টি পরিচালনা করছে। এই পর্ষদটি প্রথম কার্য পরিচালনা শুরু করে ০৯/০৭/২০১০ তারিখে। এই পরিচালক পর্ষদের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন:

১) অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য
২) অধ্যাপক ড. মাহবুব আহসান খান
৩) অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ
৪) জনাব মুহাম্মদ আরিফুর রহমান
৫) মিসেস লায়লা নূর বেগম
৬) ড. উম্মে সালেমা বেগম

এই কমিটিই উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলধারার সাথে একীভূত করেন।